Delhi Public School, Howrah

PERIODIC ASSESSMENT-III (2025-2026)

Class- X

Care must be taken not to write anything on the question paper. All the questions must be attempted in the correct sequence.

Subject:- BENGALI (005)

Time:-3 HOURS **F.M.-80**

PART-A: Objective type questions (MCQ): 25 Marks

Section- A(Reading: Unseen Comprehension)

1. নিচের অনুচ্ছেদগুলি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে লেখো: [3×(1×4)=12]

A. একবার চিত্তরঞ্জন কলোনির বাসিন্দারা ঠিক করলেন যে তাঁরা মহেশ নাটক অভিনয় করবেন। কিন্তু মুশকিল হল মহেশ নাটক করতে হলে তো একটা গরু চাই। কিন্তু জ্যান্ত গরুকে নিয়ে তো আর নাটক করা কিংবা তাকে মঞ্চে তোলা যায় না। তখন পাড়ার নাট্যোৎসাহী ছেলেমেয়েরা মিলে নাকি বাঁশ এবং বাখারি দিয়ে তৈরি করেছিল গরুর ডামি। তার ওপর সাদা কাগজ সেঁটে, শিং, খুর, চোখ, ল্যাজ সব লাগিয়ে রীতিমতো জীবন্ত দেখতে হয়েছিল সেই মহেশ। শুধু বানানো নয়, অনেকটা পুতুল নাচের ধরনের সেই গরুকে মঞ্চে ব্যবহারও করা হয়েছিল। মহেশ নাটকটি নাকি সবার এতই পছন্দ হয় যে দর্শকদের অনুরোধে তার একটি অতিরিক্ত শো করতে হয়েছিল। নাটক হয়ে যাওয়ার পরেও অনেকদিন সেই নকল মহেশকে সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল পাড়ার জ্যোতি সংঘ ক্লাবের ঘরে। কচিকাঁচাদের কাছে সেই নকল গরুর আকর্ষণ ছিল সাংঘাতিক।

পূর্ব বাংলার মানুষ যেহেতু যাত্রার খুব ভক্ত, তাই নাটকের পাশাপাশি সেসময় কলোনির মানুষজন যাত্রাপালাও করতেন। তক্তার মঞ্চ।...মঞ্চের একধারে হারমোনিয়াম, বাঁশি, বেহালা নিয়ে বসতেন বাজনদাররা। তাঁরাও কিন্তু সবাই পাড়ারই বাসিন্দা। সাত ভাই চম্পা, নল-দময়ন্তী, সোনাই দিঘি, এরকম নানা ধরনের পালার অভিনয় হত। এলাকার ছেলে-বুড়ো সকলেই ঝেঁটিয়ে আসত। বহু রাত পর্যন্ত গমগম করত যাত্রার আসর।

I. মহেশ নাটকের জন্য একটি নকল গরুর বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল কেন?

A) পাড়ার কচিকাঁচাদের ভালো লাগবে বলে

B) দর্শকদের পুতুল নাচ দেখার শখ মেটাতে

C) পাড়ার ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ দেখাতে

D) দর্শকদের আসল মহেশ দেখার সাধ মেটাতে

II. চিত্তরঞ্জন কলোনির বাসিন্দারা নাটকের পাশাপাশি যাত্রাপালা করতেন -

কারণ ক- পূর্ব বাংলার মানুষ হিসেবে তারা যাত্রার খুব ভক্ত ছিলেন।

কারণ খ- কলোনির বাসিন্দা হিসেবে তারা বাদ্যযন্ত্রের খুব ভক্ত ছিলেন।

A) কারণ ক ঠিক খ ভুল

B) কারণ খ ঠিক ক ভুল

C) কারণ ক ও খ দুটোই ঠিক

D) কারণ ক ও খ দুটোই ভুল

III. 'অনেকটা পুতুল নাচের ধরনের সেই গরুকে মঞ্চে ব্যবহার করা হয়েছিল।'- অর্থাৎ

A) গরুটাকে মঞ্চে নাচানোও হয়েছিল।

B) গরুটিকে মঞ্চে নড়া-চড়া করানোও হয়েছিল।

C) গরুটিকে মঞ্চে বিনা কারণেও ব্যবহার করা হয়েছিল।

D) গরুটাকে মঞ্চে দর্শক হাসানোর কাজেও ব্যবহার করা হয়েছিল।

IV. গদ্যাংশে ব্যবহৃত কোন পদটি দ্বন্দ্ব সমাসের দৃষ্টান্ত?

A) পাশাপাশি B) নল-দময়ন্তী C) পূর্ব বাংলা D) নাট্যোসাহী

B. ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবিগান, যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদি গীতধারায় পাঁচালি গান যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা রসিকচন্দ্রের গানের মধ্যে পাওয়া যায় এবং একই সঙ্গে তাঁর গানে রাগের ব্যবহারও লক্ষণীয়। রাগের ব্যবহার প্রসঙ্গে রসিকচন্দ্র রায়ের শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ -পাঁচালি পালার একটি গানের কথা বলা যায়। এই গানটি হল:

কে নারী, সে নারী এলে কাল।

মহীপাল, গেল কাল,

কালরূপিনীর হাতে বুঝি ঘনিয়েছে হে মৃত্যুকাল।।.....(বাহার, কাওয়ালী)

পাঁচালি গানে ধ্রুপদ ও খেয়ালের অনুসারী রাগরূপ ব্যবহারের প্রথা সম্ভবত গোপীমোহন ঠাকুরের স্নেহধন্য পাঁচালি শিল্পী লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস শুরু করেছিলেন। পাঁচালি গানের সুরারোপে রাগরূপ ব্যবহারের এই ধারা তাঁর পরবর্তী পাঁচালিকারদের মধ্যেও দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'বাংলাগানের আদিপর্ব: উনিশ শতকের বাংলা গান'- প্রবন্ধে এক মন্তব্যকে স্মরণ করা যেতে পারে, এই মন্তব্যটি হল:

"বাংলা গানে লোকসঙ্গীতের আবেদন রাগসঙ্গীতের সঙ্গে রফা করে অগ্রসর হয়েছে এমন উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। এসব গানে তান বিস্তার করা সম্ভব অথচ লোকসঙ্গীতের প্রয়োগগুলি তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না। এই ধরনের গানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যাবে দাশরথি রায়ের পাঁচালীর গানগুলিতে; রসিক রায়ের পাঁচালী থেকেও এরকম দু' একটি গান সেকালের বড় বড় গাইয়েরা গাইতেন।"

I) ঊনবিংশ শতাব্দীতে রসিকচন্দ্র রায় তাঁর কোন পালায় গানেতে রাগের ব্যবহার করেন ?

A) ধ্রুপদ ও খেয়ালের পালায়

B) দাশরথি রায়ের পাঁচালি পালায়

C) শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ -পাঁচালি পালায়

D) বাংলা যাত্রা পালায়

II) পাঁচালি গানে ধ্রুপদ ও খেয়ালের অনুসরণ সম্ভবত কে শুরু করেছেন বলে মনে করা হয় ?

A) গোপীমোহন ঠাকুর B) লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস C) রসিকচন্দ্র রায় D) দাশরথি রায়

III) বাংলা গানে লোকসঙ্গীতের আবেদন কোন সঙ্গীতের সঙ্গে রফা করে অগ্রসর হয়েছে ?

A) পাঁচালী B) রাগসঙ্গীত C) কবিগান D) কীর্তন

IV) সন্ধি বিচ্ছেদ করো। ----- সঙ্গীত।

A) সম + গীত B) সঙ্গী + ত C) সং + গীত D) সমন্ + গীত

C. 'জনঅরণ্য'- উপন্যাসে চাকরি খুঁজে হয়রান সোমনাথ যখন বাড়িতে জানাল, সে ব্যবসা করবে, তার বাবার মন্তব্য – এটা যেহেতু মেনে নেওয়ারই যুগ, তুই ব্যবসা করলেও সেটা আমি মেনে নেব। বোঝা যায়, বাঙালি কেমন যেন বাধ্য হয়েই ব্যবসার দিকে হেঁটেছিল। যদি কেরানির চাকরিটা আগে আগে জুটত তবে সে কিছুতেই ব্যবসার পথে হাঁটত না। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। ইতিহাস বলছে প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগে বাঙালির শিরা উপশিরায় বাণিজ্যের নেশাই ছুটত! সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক থেকে

ধনপতি সওদাগর, চাঁদ সওদাগরের কাহিনি গড়ে উঠেছে এই মাটিতেই। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামদুলাল দে সরকারের মতো মানুষদের মধ্যেও ব্যবসায়ী প্রবণতার ঘাটতি ছিল না।

আমরা অনেকেই জানি খালি শিশি-বোতল ও কর্কের ব্যবসা করে মতিলাল ধনশালী হন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা মতিলালের উন্নতির প্রধান কারণ। ১৮৪২ সালে মতিলাল এক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজা রামমোহন রায়ের অনুরোধে সতীদাহ প্রথা রহিত করার জন্য আইন প্রণীত হল। এই বিষয়ে কলুটোলায় মতিলাল শীলের বাড়ির কাছে একটি সভা স্থাপিত হয়। এর নাম ধর্মসভা। যদিও তিনি বলতেন এটা ধর্মসভা না, -অধর্ম সভা। সুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত বই থেকে জানা যায়- 'কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য মতিলাল শীল বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেন।'

উনিশ শতকের প্রথমদিকে এক বিখ্যাত বাঙালি ব্রিটিশদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কারবারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, তিনি হলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রিন্স দ্বারকানাথই প্রথম বাংলায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার পরে ১৯৫৫ সালে এই ব্যাঙ্কই 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া' নামে পরিবর্তিত হয়।

I) মতিলালের উন্নতির প্রধান কারণ কী ?

A) তিনি ধনী ছিলেন।
B) মতিলালের পিতা প্রতিষ্ঠিত বাবসায়ী ছিলেন।
C) মতিলাল চাকরি পায়নি বলে বাবসায় উন্নতি করল।
D) ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে মতিলালের দূরদর্শিতা ছিল।

II) প্রিন্স দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের বর্তমান নাম কী?

A) ইন্দো-আমেরিকান সামুদ্রিক ব্যাঙ্ক
B) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
C) কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ব্যাঙ্ক
D) কোনটিই নয়

III) "তুই ব্যবসা করলেও সেটা আমি মেনে নেব।"- বক্তার এ ধরণের কথা বলার কারণ-

কারণ (ক)- ছেলের প্রতি অগাধ আস্থা

কারণ (খ)- নিজেকে যুগের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেয়েছেন

A) কারণ ক ঠিক খ ভুল

B) কারণ খ ঠিক ক ভুল

C) কারণ ক ও খ দুটোই ঠিক

D) কারণ ক ও খ দুটোই ভুল

IV) তুই ব্যবসা করলেও সেটা আমি মেনে নেব। -বাক্যটিকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করলে হবে-

A) যদি তুই ব্যবসা করিস তাহলেও সেটা আমি মেনে নেব।

B) যখন তুই ব্যবসা করবি তখন সেটা আমি মেনে নেব।

C) যেহেতু তুই ব্যবসা করবি সেহেতু সেটা আমি মেনে নেব।

D) তুই ব্যবসা কর, আমি মেনে নেব।

Section B

Grammar: Objective type questions (MCQ)

2. ব্যাকরণ থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিকল্প উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো: (যেকোনো তিনটি) [3×1=3]

I. নিচের কোনটি সাধুরীতির উদারহরণ ?

A) হিম নিবারণ জন্য সামনে ঢাকা দেওয়া ছিল। এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এসকল বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই।

B) ঠান্ডা আটকানোর জন্য সামনে ঢাকা দেওয়া ছিল। এজন্য নৌকার ভিতর থেকে যাত্রীরা এসব বিষয় কিছুই জানতে পারেনি।

C) হিম নিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল। এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এসকল বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই।

D) হিম নিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল। এজন্য নৌকার ভিতর থেকে আরোহীরা এসকল বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই।

II. সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া উর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। - বাক্যটিকে চলিতভাষায় রূপান্তরিত করলে 'হইয়াও' অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ হবে-

A) থেকে B) হয়েও C) হয়ে D) হতে

III. সে সমস্ত দিন পশুর অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল; এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইয়া, এক সন্নিহিত ইউরোপীয়ের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। – এই বাক্যটি একটি সাধুরীতির দৃষ্টান্ত।
কারণ (ক)- বাক্যটিতে ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।
কারণ (খ)- বাক্যটিতে ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।
A) কারণ ক ঠিক খ ভুল
B) কারণ খ ঠিক ক ভুল
C) কারণ ক ও খ দুটোই ঠিক
D) কারণ ক ও খ দুটোই ভুল

IV. গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম।- বাক্যটিকে চলিত রীতিতে পরিবর্তন করলে এর রূপ হবে-
A) গণ্ডি পার হয়ে সীতার কী সর্বনাশ হয়েছিল তা রামায়ণে পড়েছিলাম।
B) গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হয়েছিল তা রামায়ণে পড়েছিলাম।
C) গণ্ডি পার হয়ে সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তা রামায়ণে পড়েছিলাম।
D) গণ্ডি পার হয়ে সীতার কী সর্বনাশ হয়েছিল তাহা রামায়ণে পড়েছিলাম।

Section C

(Main Course Book & Supplementary Reader/ Non-detailed Text): MCQ

3. পাঠ্য গদ্য থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক বিকল্প উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো:(যেকোনো ছয়টি) [1×6=6]

I) রাগ হল এক ধরনের—

A) অনুভূতি B) প্রবৃত্তি C) রিপু D) আচরণ

II) "বাসের যাত্রীরা কেউ হাসে, কেউ বা বেশ বিরক্ত হয় কেউ আবার বেশ বিস্মিত।"---- বাসযাত্রীদের এমন প্রতিক্রিয়ার কারণ-

কারণ (ক)- কাপালিক সেজে এলেও হরিদা কোনো পয়সা নেন না

কারণ (খ) হরিদা আজ একজন বাউল সেজে এসেছেন

A) কারণ ক ঠিক খ ভুল
B) কারণ খ ঠিক ক ভুল
C) কারণ ক ও খ দুটোই ঠিক
D) কারণ ক ও খ দুটোই ভুল

III) ইসাব কালিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে এসেছিল। -এর থেকে প্রমাণ হয়-

A) ইসাব লড়াকু B) ইসাবের বন্ধুপ্রীতি C) ইসাবের কুস্তিপ্রীতি D) ইসাব অশান্তিপ্রিয়

IV) কোন মন্তব্যটি ঠিক?

(ক) গল্পে আলোবাবুর পাগলামিটাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

(খ) গল্পে আলোবাবুর অসহায় মানবিকতাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

A) মন্তব্য ক ঠিক খ ভুল

B) মন্তব্য খ ঠিক ক ভুল

C) মন্তব্য ক ও খ দুটোই ঠিক

D) মন্তব্য ক ও খ দুটোই ভুল

V) আলোবাবুর হ্যাটটি তিনি কী হিসেবে ব্যবহার করতেন?

A) পাখি রাখার জন্য B) মাথা ঢাকার জন্য C) কাগজ রাখার জন্য D) গান গাওয়ার জন্য বাজনা হিসেবে

VI) ইসাবের জামা ছিঁড়ে গিয়েছিল , কারণ—

A) তাকে খেতে কাজ করতে হত B) তাকে একই জামা রোজ পরতে হত

C) সে যত্ন নিতে জানত না D) তার জামা পুরোনো হয়ে গিয়েছিল

VII) " না না আমি বলছি- তপনের হাত আছে ।'— এখানে তপনের ' হাত আছে বলতে বোঝানো হয়েছে—

A) তপনের লেখার হাত আছে B) বিয়েবাড়িতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় তপনের ভূমিকা আছে

C) তপনের বেহালা বাজানোর হাত আছে D) 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় লেখা ছাপানোয় তপনের হাত আছে

VIII) জগদীশবাবু কেমন স্বভাবের মানুষ ছিলেন ?

A) উদার B) কৃপণ C) কপট D) বিকৃত

4. গল্পগুচ্ছ থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক বিকল্প উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো: (যেকোনো চারটি) [1×4=4]

I) মিনি তার বাবা আর কাবুলিয়ালা - দুজনের সঙ্গ বিশেষ পছন্দ করত।

কারণ ক: দুজনেই ধৈর্যবান শ্রোতা ছিল।

কারণ খ: দুজনেই স্নেহপরায়ণ মানুষ ছিল।

A) কারণ ক ঠিক খ ভুল

B) কারণ খ ঠিক ক ভুল

C) কারণ ক ও খ দুটোই ঠিক

D) কারণ ক ও খ দুটোই ভুল

II) 'এদিকে আমি আবার এমনই উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি...'- বক্তা উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি মানে তিনি-

A) নিরামিষভোজী B) উদ্ভিদের মতো অচলিষ্ণু স্বভাবের

C) স্বল্পাহারি D) উদ্ভিদের মতো নিরীহ স্বভাবের

III) 'হায় বুদ্ধিহীন মানব হৃদয়!'- রতনের আচরণ প্রসঙ্গে উক্ত এই মন্তব্যটিকে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

A)রতনের কোনো বুদ্ধি নেই B) বুদ্ধিহীনদের কোন হৃদয় নেই

C) মানুষের মন যুক্তি বুদ্ধি মেনে চলে না D)হৃদয়বান মানুষের বুদ্ধি থাকে না

IV) কোন মন্তব্যটি ঠিক?

ক: রাধামুকুন্দের পরিবারকে প্রতিপালনের জন্য ব্রজসুন্দরীর কাছে রাসমণিকে কথা শুনতে হত।

খ: রাধামুকুন্দের পরিবারকে প্রতিপালনের জন্য ব্রজসুন্দরীর কাছে শশিভূষণকে কথা শুনতে হত।

A) মন্তব্য ক ঠিক খ ভুল

B) মন্তব্য ক ভুল খ ঠিক

C) মন্তব্য ক এবং খ দুটোই ভুল

D) মন্তব্য ক এবং খ দুটোই ঠিক

V) 'এমন খাওয়াপরায় কাজ কী।'- রাসমণির এই উক্তির মধ্যে কি প্রকাশ পেয়েছে?

A) অহংকার B) গ্লানিবোধ C) লোভ D) চালাকি

VI) কাবুলিওয়ালার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন বক্তা তার উপন্যাসের কোন পরিচ্ছেদ লেখায় মগ্ন ছিলেন?

A) সপ্তদশ B) পঞ্চদশ C) ত্রয়োদশ D) একাদশ

PART-B: (Descriptive type question): 55 Marks

SECTION-B (GRAMMAR)

5. A. সন্ধিবদ্ধ কর: (যেকোনো দুটি) [1×2=2]

A) দিক্ + বিজয়ী B) অহঃ + অহঃ C) পুরঃ + কার D) দুঃ + দশা

B. সন্ধিবিচ্ছেদ কর: (যেকোনো দুটি) [1×2=2]

A) মনশ্চক্ষু B) যাবতীয় C) সন্তাপ D) পুষ্কর

6. ব্যাসবাক্যসহ নিম্নরেখ পদগুলির সমাস নির্ণয় করো: (যেকোনো তিনটি) [1×3=3]

A) অপু আর দুর্গা একদৃষ্টে **রেললাইন** দেখতে থাকল।

B) শিশুদের **যাতায়াত** খেলার মাঠে বাড়তেই থাকল।

C) অন্যায়ের **প্রতিবাদ** করতে শেখো।

D) মহাপুরুষদের **অনুকরণ** না করে অনুসরণ কর।

E) পরীক্ষার সময় **স্নানাহার** করার সময় থাকে না।

F) বিদ্যাসাগরের বাইরেটা ছিল **বজ্রকঠিন**।

7. নির্দেশানুসারে প্রদত্ত বাক্যগুলির গঠনগত রূপান্তর করো:(যেকোনো তিনটি) [1×3=3]

A) ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)

B) তোমাকে এই কটা দিন মাত্র জানিলাম, তবুও তোমার হাতেই ও রহিল। (সরল)

C) সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হলো। (জটিল)

D) দয়া করে সব কথা খুলে বলুন। (যৌগিক)

E) এত সাধনা করলাম, কিন্তু তোমার মন পেলাম না। (সরল)

F) সৎ লোক কখনো মিথ্যার সঙ্গে আপস করে না। (জটিল)

SECTION- C (Main Course Book & Supplementary Reader/ Non-detailed Text)

8. 'অমৃত ফতোয়া জারি করে দিল,' — অমৃত কী ফতোয়া জারি করেছিল ? [2]

9. a) 'খুব উঁচু দরের সন্ন্যাসী।' — সন্ন্যাসীর পরিচয় দাও । [3]

b) 'তার চেয়ে দুঃখের কিছু নেই, তার থেকে অপমানের ! — 'তার চেয়ে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? [3]

10. "আলোবাবু এখন পাগলা গারদে..."-

a) আলোবাবু কে এবং তিনি পাগলাগারদে কেন?

b) তার পাগলাগারদে থাকা কতটা যুক্তিযুক্ত? [2+3=5]

OR

'ও আমাকে শিখিয়েছে , খাঁটি জিনিস কাকে বলে ?-

a) 'খাঁটি জিনিস' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

b) তা কে, কাকে, কীভাবে শিখিয়েছে ?

11. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো: **[5]**

'গান দাঁড়াল ঋষিবালক
মাথায় গোঁজা ময়ূরপালক'

OR

" তোমার পানি আর আমার জল
জীবনের জন্য
একসঙ্গে একাকারে ভরে নিই।"

12. ' বনভূমির ওপারে কোন মনভূমির দ'য়,
ফুসুর ফাসুর ঘুসুর ঘাসুর স্বপ্নে কথা হয়।'

a) মনোভূমি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

b) পংক্তি দুটি অবলম্বনে, জায়গাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। [2+3=5]

OR

'তবু তো কজন আছি বাকি
আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।'- কবিতাটির মধ্যে কবি যে মূল বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে উদ্ধৃতাংশটির প্রেক্ষিতে কবি মানসিকতার পরিচয় দাও।

13. "তার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে"-

a) কার সঙ্গে কে নতুন আলাপ করবে?

b) নতুন আলাপ বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন বর্ণনা কর। [2+3=5]

14. "কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতে পায় না; কিন্তু ছোট পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এই ওরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।"-

a) কিরূপ ভাবের কথা বলা হয়েছে?

b) এরূপ ভাব বিশ্বাস না করা এবং জানতে না পারার কারণ কী? [2+3=5]

OR

"বড়োগিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছুটা অসহ্যবোধ হত"-

a) ব্রজসুন্দরীর কী অসহ্যবোধ হত?

b) তার অসহ্যবোধ হওয়ার কারণগুলি বর্ণনা কর।

15. নিম্নলিখিত যেকোনো একটি বিষয় অবলম্বনে অনুচ্ছেদ রচনা করো। **[6]**

(I) বল বীর উন্নত মম শির

(II) বইমেলায় কয়েক ঘণ্টা কাটানোর অভিজ্ঞতা

(III) নগরায়ন বনাম সবুজায়ন

16. বায়ুদূষণের মাত্রা বিপদজ্জনকভাবে বাড়ছে। তাই এবার দেওয়ালিতে দিল্লি সরকার শব্দবাজির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অধিকাংশ মানুষ এই নিষেধাজ্ঞাকে স্বাগত জানালেও কিছু মানুষ শব্দবাজির ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ার পর তুমি তোমার অভিমত জানিয়ে পত্রিকার সম্পাদকের উদ্দেশ্যে একটি পত্ররচনা কর। [6]

OR,

মঞ্জুর সোরেন নামে একটি দরিদ্র পরিবারের আদিবাসী মেয়ে এ বছর কেন্দ্রীয় বোর্ডের দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের শিক্ষা মন্ত্রকের তরফ থেকে গতকাল দিল্লিতে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এ বিষয়ে তোমার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্থানীয় দৈনিক জাগরণ পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তর বিভাগে একটি চিঠি লেখ।